ইনকিলাব

তারিখ ... 23 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ...

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৭০% ছাত্রী উপবৃত্তি বঞ্চিত

তালুকদার হারুন

নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, শ্রেণী কক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মেয়ে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি দিতে বাধ্য হচ্ছে। রাজধানীর সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানে এ প্রবণতা দেখা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধানে এ তথ্য বের হয়ে এসেছে। জানা যায়, মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের উপবৃত্তির জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে। ওই নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট পৃঃ ৫ কঃ ৩

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ৩০ ভাগ অতি দরিদ্র মেয়ে ও ১০ ভাগ ছেলে উপবৃত্তি পাবে। তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কোন টিউশন ফি দিতে হবে না। অতি দরিদ্রের আওতায় পড়বে সেসব ছাত্রী যাদের পিতা বা অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকার নীচে ৫০ শতাংশের কম জমির মালিক, দুস্থ, অসহায়, উপার্জনে অসমর্থ, বিকলাঙ্গ, নদী ভাঙনকবলিত, বাস্তুহারা ও অসহায়। এছাড়া নিম্নআয়ের শ্রমজীবী, রিকশাচালক, দিনমজুরের সন্তানরাও উপবৃত্তির আওতায় পড়বে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরাও এই উপবৃত্তির আওতায় পড়বে। এই নীতিমালা অনুযায়ী কোন এলাকায় ৩০ শতাংশের বেশী অতিদরিদ্র থাকলেও তারা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের স্কুল কর্তৃক ধার্যকৃত টিউশন ফি পরিশোধ করেই লেখাপড়া করতে হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এমন কোন এলাকা নেই যেখানে হত দরিদ্রের সংখ্যা ৩০ শতাংশের কম।

অনুসন্ধানে জানা যায়, দেশের ৪৭৬টি উপজেলায় ৩০ ভাগ মেয়েকে উপবৃত্তি দেয়া হলেও রাজধানী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হতদরিদ্র মেয়েদের উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপবৃত্তি গ্রহণে আগ্রহ দেখালেও শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ব্যাপারে আগ্রহ অনেকটাই কম। এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে- উপবৃত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চুক্তি স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। চুক্তির শর্তে উল্লেখ থাকে- উপবৃত্তিপ্রাপ্ত কোন ছাত্রীর কাছ থেকে কোন টিউশন ফি গ্রহণ করা যাবে না। এর পরিবর্তে সরকার ছাত্রীপ্রতি ৫০ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবে। যে কারণে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উপবৃত্তির বিষয়ে আগ্রহ দেখায় না। কারণ শহরের স্কুলগুলোতে একজন ছাত্রীর কাছ থেকে ৫০ টাকার চেয়ে অনেক বেশী টিউশন ফি আদায় করা হয়। এজন্যই শহরের স্কুলগুলো উপবৃত্তি গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে থাকে।